দৈনিক ইনকিলাব

243

তারিখ ... JUL 31 1999 ...
পৃষ্ঠা ৭ ... কলাম ৩

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জোহর নামাজ প্রসঙ্গে

আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৪টা বা পৌনে ৪টা পর্যন্ত ক্লাস চলে। সেসব প্রতিষ্ঠানে জোহরের নামাজ ও নাস্তার জন্য দেড়টার সময় বিরতি দেয়া হয়। যেন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীরা নাস্তা ও নামাজ আদায় করতে পারেন। কিন্তু আমাদের দেশের স্কুলগুলোতে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, বিরতির সময় সামান্যসংখ্যক ছাত্র নামাজ আদায় করলেও সিংহভাগ ছাত্রসহ ছাত্রীরা এ বিরতির সময়টাকে হাসি-গল্পে কাটিয়ে দেয়। অথচ বয়স অনুসারে ৬ষ্ঠ শ্রেণী হতে সকল ছাত্র-ছাত্রীর উপর নামাজ ফরজ। কেননা হাদীস শরীফে এরশাদ হয়েছে, 'তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়সে নামাজ শিক্ষা দাও এবং ১০ বছর বয়সে নামাজের জন্য শাস্তি প্রয়োগ কর।' তাছাড়া ৭ম-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অধিকাংশ ছাত্রী শার্টপেন্ট পরে ওড়না ছাড়া স্কুলে আসে, এরাতো নামাজ পড়তেই পারবে না। একটি মুসলিম দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নামাজের প্রতি কেন এত অবহেলা? সব প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য আলাদা নামাজের স্থান নেই কেন? ওজুর জন্য কোন ব্যবস্থা নেই? যদি এ সকলের সুব্যবস্থা থেকে থাকে তাহলে ছাত্র-ছাত্রীরা কেন নামাজ আদায় করবে না? ছাত্র-ছাত্রীরা স্কুলে থাকা অবস্থায় নামাজ ত্যাগ করলে, শিক্ষকদেরকে জবাবদিহি করতে হবে আল্লাহর নিকট। কারণ এ সময় ছাত্র-ছাত্রীরা শিক্ষকদের দায়িত্বে থাকে। তাই যে সকল প্রতিষ্ঠানে নামাজের জন্য স্থান নেই, ওজুর জন্য পানির ব্যবস্থা নেই, সে সকল প্রতিষ্ঠানে শীঘ্রই নামাজের সুব্যবস্থা করা হোক। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—মোঃ আব্দুছ ছোবহান,
গ্রাম- মোহাম্মদপুর, জকিগঞ্জ, সিলেট